দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 DEC 1985

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: মঙ্গলবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ : ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫

শত কোটি মানুষের পরিবার

রোববার ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। এই সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছে। গৃহীত হয়েছে সার্ক নামে পরিচিত এই সম্ভাবনাময় সমুজ্জ্বল সংস্থার সনদ। ভুটান, ভারত বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ এই ঐতিহাসিক সনদে স্বাক্ষর করেছেন। সার্ক পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করেছে। এই সাতজাতি শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে ঢাকা ঘোষণা—এই অঞ্চলের অভিন্ন সমস্যাসমূহের সমাধানের কৃতসংকল্প নিয়ে।

সার্ক সনদে স্বাক্ষরদান ও ঢাকা ঘোষণা গ্রহণ এই অঞ্চলের ইতিহাসের এবং বর্তমান বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় একশত কোটি মানুষ তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে সার্ক সনদ তারই পবিত্র দলিল। সেই সঙ্গে তারা এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গভীর সম্প্রীতির মধ্যে বসবাসের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছে এই প্রসঙ্গে স্বাক্ষর দিয়ে। এই শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, শান্তি ও সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রস্তুতির পর ঢাকায় দুই দিনব্যাপী এই সাত জাতি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাত জাতির এই নেতাদের লক্ষ্য ছিল: আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই দেশগুলোর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—উন্নয়নের এই লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করে যাওয়া।

এই দেশগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যাপক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও কম নয়। সেক্ষেত্রে যে কোন একটি দেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা এবং সম্পদ অন্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে এবং কল্যাণ গঠনে অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়াও এই দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নে বিরোধও কম নয়। এই বিরোধ অতীতে অনেক উত্তেজনা, অনেক সংঘর্ষের, অনেক বেদনাময় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। এই এলাকার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য একটা প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে সার্ক সম্মেলন আহূত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল—বৈরিতা নয়, সহযোগিতা, অবিশ্বাস নয়, সম্প্রীতি উত্তেজনা নয়, স্থিতি, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়—সহমর্মিতা। এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই সার্ক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই চেতনা বাস্তবরূপ দানের জন্যই গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।

কিন্তু সার্ক-এর অবদান কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে না। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি। সার্ক-এর সমাপ্তি অধিবেশনের পর প্রেসিডেন্ট এরশাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। আমরা তার সাথে একমত।

একথা ঠিক যে, দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সার্ক-এর আওতাভুক্ত নয়, কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শ ও চেতনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোও সম্ভব। বর্তমান শীর্ষ বৈঠক, সে ব্যাপারেও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

সার্ক সম্মেলনে গৃহীত ঢাকা ঘোষণায়, সাত জাতি জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি তাদের আস্থা পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন; সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমতা, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার, অন্য দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করার বা হুমকি প্রদর্শন না করার নীতির প্রতি তারা দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জানিয়েছেন গভীর আস্থা।

দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠন, তার সনদ গ্রহণ ঢাকা ঘোষণা এবং সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যজনক সমাপ্তি অবশ্য এই অঞ্চলের এবং বিশ্ব ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তা এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে চলেছে। কিন্তু সার্ক গঠন আমাদের এই সাতটি দেশের মানুষের উপর নতুন দায়িত্বও অর্পণ করেছে; সহযোগিতার চেতনা ও আদর্শ থেকে আমরা কেউ যেন কখনো বিচ্যুৎ না হই, পারস্পরিক আস্থা, সম্প্রীতি ও শান্তির লক্ষ্যে যাতে আমরা অবিচল থাকতে পারি তার জন্য আমাদের এই দেশগুলোকে সদাসতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। সার্ক-এর লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব সবাইকেই পালন করতে হবে। অন্তরে লালন করতে হবে সার্ক-এর চেতনা।

আমাদের বিশ্বাস, দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার মর্মবাণী এবং তার মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের সাতটি দেশের মানুষের জীবনে কেবল কল্যাণই আনবে না, একশো কোটি মানুষকে স্থায়ী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেও আবদ্ধ করবে।